যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০২	০০	০০	০২	০০	০২	১ বছর ৬মাস (৫০%) ২ বছর (৩৩.৩৩%)	০০	-

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ**
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**
সমাপ্ত প্রকল্প ০২টির মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ০১ টি প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**
কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, লোকবল নিয়োগ, ক্রয়প্রক্রিয়া চূড়ান্তকরণ এবং প্রশিক্ষন প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যা	সুপারিশ
১ সুষ্ঠুভাবে ক্লাব নির্বাচন করা হয়নি। অধিকাংশ স্থানেই এনজিও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।	১ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণকালে স্থানীয় প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকৃত ক্লাব নির্বাচন করতে হবে।
২ সরবরাহকৃত কম্পিউটার দিয়ে অফিসের নিজস্ব কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বা প্র্যাক্টিস করার কাজটি কম হচ্ছে।	২ সরবরাহকৃত কম্পিউটারটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকীর প্রয়োজন।
৩ ক্লাব কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর বিতরণকৃত সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। ফলে তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে আগ্রহী যুবদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।	৩ ক্লাব তার প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণকালে যুব উন্নয়নের সম্পৃক্তায় যৌথভাবে তা করতে পারে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।
৪ প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার প্রায় দুই বছর পর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল পেতে বিলম্ব হয়েছে।	৪ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহন করা হলে তা বাস্তবায়নে অযথা বিলম্ব পরিহার করা প্রয়োজন।
৫ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শুরু না হওয়ায় সিওয়াইপি'র প্রতিশ্রুত অর্থ (প্রকল্প সাহায্য) পাওয়া যায়নি।	৫ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের দারিদ্র হ্রাসে ভুমিকা রাখার জন্য এই জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

"কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর ডিসএনফ্রেনসাইজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ"

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর ডিসএনফ্রেনসাইজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ ৬টি বিভাগের ৩৬টি উপজেলা।

৫.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল			প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	১ম সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সংশোধিত			
১৮৮.৩৫ ১৮৫.০০ ০৩.৩৫*	১৮৪.৭৪ ১৮৪.৭৪ -	জুলাই,২০০৮ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২	জুলাই, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জুলাই,২০০৮ হতে ডিসেম্বর,২০১২	-	১ বছর ৬মাস (৫০)

* প্রকল্প সাহায্য পাওয়া যায়নি।

৬.০ <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ</u> ঃ

৬.১ <u>পটভূমি</u> ঃ

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বিগত দু'দশকে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের একটি অতি প্রয়োজনীয় ও বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তি। দেশে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুবিধাদি শহরকেন্দ্রিক। যুব বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনে বড় রকমের হুমকিস্বরূপ। সহসাই পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি, জনসেবা, সামাজিক চাহিদা মেটানো, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি বা ব্যপকভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই দেশে এবং বিদেশে তথ্য প্রযুক্তির চাহিদা পুরণে আমাদের দেশের সুবিধা বঞ্চিত যুবদের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান পৌঁছে দিতে মোবাইল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। উল্লেখ্য, সিওয়াইপি এশিয়া সেন্টার-এর ভারতে এবং পাকিস্থানে ভ্রাম্যমান তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশের ৬টি বিভাগের ৩৬টি উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবদের জন্য ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১১/০৮/২০০৮ তারিখে ১৮৮.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ <u>উদ্দেশ্য</u> ঃ

সার্বিকঃ

ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ভ্যানের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবদের জন্য ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

বিশেষভাবেঃ

ক) পল্লী অঞ্চলে এবং ঢাকা শহরের চারিপাশের সুবিধাবঞ্চিত বেকার যুবদের মধ্যে আইসিটি শিক্ষা অধিকহারে প্রদান,

খ) যুব বেকারদের মধ্যে আইসিটি খাতে কর্মসংস্থানের সুবিধা তৈরী করে দেওয়া,

গ) গ্রামীন ও শহরের দরিদ্র যুব গোষ্ঠীকে আইসিটি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ,

ঘ) উন্নয়ন সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সামনে গ্রামীন উন্নয়ন প্রচেস্টার সাথে আইসিটি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার উদাহরণ তুলে ধরা, এবং

ঙ) কল সেন্টারের মত স্থানসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৭.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ**

'কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর ডিসএনফ্রেনসাইজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮৮.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১১/০৮/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। ৩১/৭/২০১১ তারিখে আন্তঃখাত সমন্বয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২ নির্ধারণপূর্বক প্রথম সংশোধনী এবং ১৩.০৮.২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সর্বশেষ সংশোধন করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় জুলাই, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত।

৮.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ**

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	মেয়াদ
১)	Ms. Masuda Akhand Deputy Director(Training)	20-08-2008	04-07-2009
২)	Ms. Sumana Hasan Coordinator (Training)	05-07-2009	17-01-2010
৩)	Ms. Umma Muslima Deputy Director (Implementation) Department of Youth Development.	18-01-2010	31-12-2012

৯.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ**

ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ কারিকুলাম উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান, সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টার, কম্পিউটার ক্রয়, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

১০.০ **অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ** মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল ঃ

(Tk. in lakh)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (%)
1	2	3	4	5	6
Salary of Officers	Pers.	6.60	01	6.60	01 (100)
Salary of Staff	Pers.	8.56	02	8.56	02 (100)
Allowances	Pers	1.35	03	1.35	03 (100)
DSA	Pers	12.28	04	12.28	04 (100)
Online bill		0.90	01	0.90	01 ()
Fuel		21.43	02	21.17	02 (100)
Printing & Biding		1.50	-	1.50	-
Stationery		3.10	-	3.10	-
Foreign training cost		12.00	08	12.00	08 (100)
Training materials & Spare parts		6.19	864	6.19	864 (100)

-4-

Honorarium of committee members		3.59	-	3.59	-
Curriculum		1.37	-	1.37	-

development					
Sundry		35.66	-	35.66	-
Repairing and maintenance vehicle		12.97	07	12.97	07 (100)
ICT training van		45.75	01	45.75	01 (100)
Amplifier, speaker system		0.50	01	0.50	01
Computer & Other Accessories		5.61	09	5.61	09 (100)
Photocopier		2.00	01	2.00	01 (100)
Generator		1.20	01	1.20	01 (100)
Multimedia Projector		0.88	01	0.88	01 (100)
White board, webcam & Computer table		0.36	-	0.36	-
Purchase of mobile phone		1.20	02	1.20	02 (100)
Total		**185.00**		**184.74**	

১১.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণ ঃ

প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন ঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
ক) পল্লী অঞ্চলে এবং ঢাকা শহরের চারিপাশের সুবিধাবঞ্চিত বেকার যুবদের মধ্যে আইসিটি শিক্ষা অধিকহারে প্রদান,	ক) আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম এবং আধুনিক ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য একমাস ব্যাপি গ্রাম থেকে গ্রামে চলাচল ও অবস্থান করে পল্লী অঞ্চলে এবং ঢাকা শহরের চারিপাশের সুবিধাবঞ্চিত বেকার যুবদের মধ্যে আইসিটি শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
খ) যুব বেকারদের মধ্যে আইসিটি কর্মসংস্থানের সুবিধা তৈরী করে দেওয়া,	খ) শতভাগ টার্গেট পূরণ করে ৮৬৪ জন বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যারা দেশের সরকারী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার চালনায় দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে যোগ দিচ্ছে। এ ছাড়া দক্ষ জনশক্তি হিসাবে বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে।
গ) গ্রামীন ও শহরের দরিদ্র যুব গোষ্ঠীকে আইসিটি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ,	গ) এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গ্রামীন ও শহরের দরিদ্র যুব গোষ্ঠীকে আইসিটি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে।
ঘ) উন্নয়ন সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সামনে গ্রামীন উন্নয়ন প্রচেস্টার সাথে আইসিটি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার উদাহরণ তুলে ধরা, এবং	ঘ) প্রশিক্ষিত যুবদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সামনে গ্রামীন উন্নয়ন প্রচেস্টার সাথে আইসিটি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে।
ঙ) কল সেন্টারের মত স্থানসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	ঙ) কল সেন্টারের মত স্থানসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ

প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ প্রকল্প অফিস পরিদর্শনঃ

এ বিভাগের উপ-পরিচালক কর্তৃক প্রকল্প অফিস (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা) পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, অধিদপ্তরের পরিচালক (উন্নয়ন) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা হয়। Commonwealth Youth Programme (CYP) Asia -এর ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানে পল্লীঅঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে আইসিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসু করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে ৬টি বিভাগের অনগ্রসর ৩৬টি উপজেলায় পাইলট ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহন করে। CYP বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য ২৫০০ পাউন্ড অনুদান দেওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে না পারায় সিওয়াপি'র এই অর্থ পাওয়া যায়নি। তবে জিওবি অর্থ ব্যয় করে পরবর্তীতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ট্রেনিং ভ্যান সংগ্রহ এবং লোকবল নিয়োগে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পটি অনুমোদনের পর মূলতঃ দুই বছর পর মূল কার্যক্রম অর্থাৎ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে প্রতিমাসে একটি করে ৩৬টি উপজেলার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়নি। উল্লেখ্য, প্রতিটি উপজেলায় ২৪ জন (প্রতিদিন দুই শিফ্টে) যুব ও যুব মহিলাদের অংশগ্রহনে প্রতিটি প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল ১ মাস নির্ধারণ করা হয়। এ কারণে প্রকল্পটির ব্যয় ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের আওতায় পল্লী অঞ্চলের ৮৬৪ জন যুব ও যুব মহিলাকে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অগ্রগতির হার শতভাগ। এদের মধ্যে ৫০ শতাংশ যুব মহিলাকে প্রশিক্ষনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। পিসিআরের তথ্য মতে যুব মহিলার এই সংখ্যা ৪৩৪ জন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে ৬০% সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেয়েছে এবং ২৫% আত্ম-কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। বিভিন্ন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রশিক্ষনার্থীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানাসহ কর্মসংস্থানের বিবরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	নাম ঠিকানা	কর্মসংস্থান/পেশা	মাসিক আয়
১।	মোঃ নাহিদুর রহমান পিতা-মোঃ নুরুল আমিন, গ্রাম-মুরারী কাটি, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	কম্পিউটার অপারেটর, প্রাইম এমসিএস লিঃ কলারোয়া,সাতক্ষীরা।	৯,৫০০/
২।	জিএম মামুন পিতা-জাবির হোসেন, গ্রাম-গোপীনাথপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	বেসরকারি চাকুরী। জননী ডিজিটাল সাইন। নারায়নগঞ্জ	১২,০০০/-
৩।	মোঃ আবু মুছা পিতা- মৃত নিয়ামুদ্দীন, গ্রাম-রুদ্রপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	সহকারী শিক্ষক, হাফিজিয়া মাদ্রাসা রায়ের বাজার, ঢাকা।	৮৫০০/-
৪।	মোঃ আসফাকুন রহমান পিতা-আব্দুর রহমান, আদমজামুর, শেরপুর বগুড়া।	'সহকারী শিক্ষক' ইউনিভার্সেল টেকনিক্যাল স্কুল, হাসপাতাল রোড, শেরপুর বগুড়া।	৭,০০০/
৫।	এস, এম রাজু আহমেদ পিতা- মজিবুর রহমান, শংকরহাটা, মির্জাপুর, শেরপুর, বগুড়া।	মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদে কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত	৪,০০০/-
৬।	সাজ্জাদুর রশিদ পিতা-হারুন অর রশিদ, যাত্রাইল পূর্ব পাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	উদ্যোক্তা ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র, আগলা ইউনিয়ন পরিষদ,নবাবগঞ্জ,ঢাকা।	৯,৫০০/-
৭।	মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন পিতা-মোঃ জুলহাস, গ্রাম-সমসাবাদ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা	প্রভাষক ডিএন কলেজ, দোহার ঢাকা।	১১,৫০০/-

প্রকল্পে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ ভ্যানটি বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রশিক্ষণ উইং এ ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে জানা গেছে। উপকারভোগীদের মধ্যে আগ্রহ ও পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর তার বাস্তবভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি ইতিবাচক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত আগ্রহী দরিদ্র যুব শ্রেণীর মধ্যে এই কার্যক্রম প্রসারিত করা যেতে পারে।

অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় ইঞ্জিনিয়ার্স কন্সোর্টিয়াম লিঃ কর্তৃক একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এটি জুন, ২০১১ সময়ে প্রস্তুত করা হয়। ২৬৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর উপর এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই প্রতিবেদনে প্রশিক্ষণ গ্রহন করার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব ও যুব মহিলাগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলার বেকারত্ব সমস্যা লাঘব করেছে এবং পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের দরিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে। প্রতিবেদনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের দারিদ্র হ্রাসে ভুমিকা রাখার জন্য এই জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

১৫.০ সমস্যা ঃ

১৫.১ প্রকল্প অনুমোদন হওয়ার প্রায় দুই বছর পর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল পেতে বিলম্ব হয়েছে।

১৫.২ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শুরু না হওয়ায় সিওয়াইপি'র প্রতিশ্রুত অর্থ (প্রকল্প সাহায্য) পাওয়া যায়নি।

১৬.০। সপারিশ ঃ

১৬.১ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহন করা হলে তা বাস্তবায়নে অযথা বিলম্ব পরিহার করা প্রয়োজন।

১৬.২ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের দারিদ্র হ্রাসে ভুমিকা রাখার জন্য এই জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচী ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন,২০১৩ খ্রিঃ)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচী ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ।

২.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ ঃ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ প্রতিটি জেলার সকল উপজেলা।

৫.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা প্রঃসাঃ	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ		মূল	১ম সংশোধিত			
৪০০০.০০ ৪০০০.০০ -	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ -	৩৮৬৯.৬১ ৩৮৬৯.৬১ -	জুলাই,২০০৮ হতে জুন, ২০১১	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	মে,২০০৮ হতে জুন,২০১৩	-১৩০.৩৯ (৩.২৫%)	২ বছর (৩৩.৩৩%)

৬.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৬.১ পটভূমি ঃ

দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব, যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছর। যুবদেরকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। তজ্জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেকার ও অদক্ষ যুবকদের মাঝে প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। বিদ্যমান যুব ক্লাব/সংগঠনগুলোর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রশিক্ষণ সুবিধাদির পাশাপাশি আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিদ্যমান রয়েছে। যুব ক্লাবের মাধ্যমে বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষিত যুবদের ডাটা বেইজ তৈরী, ক্লাব ভিত্তিক কর্মসূচীর মধ্যে নেটওয়ার্কিং স্থাপন, চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, নিউজ লেটার ও টিভি স্পট রিপোর্টিং এর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রচারণা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ৪০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর ,২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২ উদ্দেশ্য ঃ

সার্বিকঃ পল্লী অঞ্চলের যুবকদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে শহর ও পল্লী অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে প্রাধিকারের ব্যবধান হ্রাস করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

ক) যুব ক্লাবের মাধ্যমে বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

খ) প্রশিক্ষিত যুবকদের ডাটা বেইজ তৈরী করা;

গ) সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে যুব ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ;

ঘ) যুব ক্লাবের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক কর্মকান্ডে যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

ঙ) যুব ক্লাব/সংগঠনের আয় বর্ধক প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

চ) নিউজ লেটার ও টিভি স্পট রিপোর্টিং এর মাধ্যমে যুব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রচারণা।

৭.০ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ

'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচীভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ' শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি ৪০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জেডিসিএফ অর্থায়নে জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক গত ১৩-০৫-২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বিগত ২৬.০৫.২০১২ তারিখে জুলাই,২০০৮ থেকে ডিসেম্বর,২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি সংশোধিত হয়।

৮.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য** ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদকাল	
		শুরু	মেয়াদ
1	Mr.Ramoni Mohan Chakma Director(Planning), Department of Youth Development	01-06-2009	13-09-2009
2	Mr. Borhan Uddin Bhuaya Deputy Secretary	14-09-2009	22-05-2001
3	Mr. Abdur Razzak Direcor (Training), Department of Youth Development	23-05-2011	28-02-2012
4	Mr. Monjurul Kader Deputy Secretary	01-03-2012	30-06-2013

৯.০ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম** ঃ

ক) প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রচারণা; খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান;গ) ভেন্ডর নিয়োগের মাধ্যমে ডাটা বেইজ তৈরী;ঘ) ১০০০টি ক্লাবের মাধ্যমে ২২,০০০ বেকার যুব ও মহিলাদের ১০দিনের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, প্রতি ক্লাবের ১জন করে ১০০০ জনের জন্য নেটওয়ার্কিং সংক্রান্ত ৩০ দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান; ঙ) প্রতিটি ক্লাবকে ১০,০০০/-টাকা ইনকাম জেনারেটিং প্রকল্প সহায়তাসহ একটি করে কম্পিউটার প্রদান এবং চ) ক্যামেরা, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করা ।

১০.০ **অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি** ঃ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল ঃ

(Tk. in lakh)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	2	3	4	5	6	7
(a) Revenue Component						
Salary of Officers	Pers.	29.04	05	23.518	05	
Salary of Staff	Pers.	11.74	05	7.527	05	
Allowances	Pers	33.56	10	20.086	10	
DSA	Pers	130.267	541	129.635	541	
Office Rent		6.36	01	2.160	01	
Postage		7.864	477	7.861	477	
Telephone		1.415	03	0.419	03	
Internet/Fax/Mail		138.91	541	96.39	541	
Electricity		0.641	01	0.101	01	
Gas and Fuel		0	01	0	01	
Petrol and lubricant		69.60	540	69.60	540	

Printing & Biding		47.723	422260	29.256	422260	
Stationery and seal		85.26	540	85.26	540	
Mid-term Evaluation		5.00	0	4.575	01	
TV Reporting/ Advertisement cost		8.767	02	8.762	02	
Publication/ News Letter		4.72	02	1.10	01	
Training/ToT/Orientation / Study Tour		1219.38	386783	1201.012	386316	
National Seminar		5.56	02	2.68	01	
Youth Exchange Programme		0	0	0	0	
Transport on hire basis		31.212	02	31.212	02	
Honorarium of committee members		5.23	-	5.23	-	
Computer Accessories		129.18	542	126.58	542	
Appointment of Vendor/ hire charges		105.74	01	95.50	01	
Project Review Meeting		42.59	7046	42.59	7046	
Preparation of Curriculum, Syllabus, Module, Special Expenditure		0	0	0	0	
Miscellaneous		66.81	541	66.81	541	
Computer and Office		1.94	-	1.856	-	
Grant/ Income Generating		100.00	1000	100.00	1000	
Sub-total Revenue Component =		2288.509	-	2159.72	-	
(b) Capital Component						
SLR Camera		0.643	01	0.643	01	
Equipment & Other Accessories and Photocopier		0.939	01	0.939	01	
Computer, Server and Accessories		1407.50	8282	1406.384	8282	
Computer Software		73.727	01	73.727	01	
Office Equipment		16.462	20	15.977	20	
Furniture		212.22	5927	212.22	5927	
Sub-total Capital Component =		1711.491	-	1709.89	-	
Grand Total (a+b) =		4000.00	-	3869.61	-	

১১.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণ ঃ

প্রকল্পের আওতায় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন ঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
ক) যুব ক্লাবের মাধ্যমে বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	ক) বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০০০ টি যুব ক্লাব/যুব সংগঠনকে প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। ২২০০০ ক্লাব/যুব সংগঠনের সদস্যদের ১০ দিন ব্যাপি এবং ১০০০ সদস্যকে ৩০ দিন ব্যাপি আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
খ) প্রশিক্ষিত যুবকদের ডাটা বেইজ তৈরী করা;	খ) ৬৪টি জেলা এবং ৪৭৬টি উপজেলা যুব উন্নয়নের অফিসের পিডিএস সফ্‌ট ওয়ার সরবরাহ এবং তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।
গ) সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে যুব ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও	গ) ১০০০টি ক্লাবের মাধ্যমে সমাজ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড

শক্তিশালীকরণ; ঘ) যুব ক্লাবের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক কর্মকান্ডে যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; ঙ) যুব ক্লাব/সংগঠনের আয় বর্ধক প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং চ) নিউজ লেটার ও টিভি স্পট রিপোর্টিং এর মাধ্যমে যুব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রচারণা।	পরিচালনা করা হয়েছে। ঘ) ১০০০টি ক্লাবের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক কর্মকান্ডে যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। ঙ) ২২০০০ যুব ও যুব মহিলাকে আইটি প্রশিক্ষণ এবং ১০০০ টি ক্লাবের প্রতিটির অধিনে ৩৬০ জন যুব ও যুব মহিলাকে সমাজ সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন আয় বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। চ) নিউজ লেটার ও টিভি স্পট রিপোর্টিং এর মাধ্যমে যুব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রচারণা চালনা করা হযেছে।

১৩.০ উদ্দেশ্যে পুরোপুরি অর্জিত না হলে উহার কারণ ঃ

প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

এ বিভাগের উপ-পরিচালক কর্তৃক বিগত ১৪/০৫/২০১৪ তারিখে নারায়নগঞ্জ এর সোনারগাঁও ও কুমিল্লা, ৫-৬/০৬/২০১৪ তারিখে বগুড়া ও রংপুর অংশ এবং ২৭/০৬/২০১৪ তারিখে খুলনা অংশের কর্মকান্ড পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের বিবরণী নিম্নে দেওয়া হল।

নারায়নগঞ্জ অংশঃ

জীবন সন্ধানী সমাজ কল্যান সংস্থা, সোনারগাঁও। সভাপতি নেকবর হোসেন নাহিদ এবং এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মিসেস জাহানারা আক্তার। এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকল্পের আওতায় যারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তাদের কেউ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের সাথে নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যাদের সদস্য হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছিল তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা কেউই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না বা এখনও সদস্য নয়। এই প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ তাদের এনজিও কর্মকান্ড নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। এখানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সাথে কোন কিছুর সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়নি। তবে প্রকল্পের দেয়া কম্পিউটারটি সচল দেখা গেল।

কুমিল্লা অংশঃ

সংস্থার নাম-পল্লী রেঁনেসা সংস্থা। এটি দাউদকান্দির ইলিয়টগঞ্জ এ অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নজরুল ইসলাম এবং সম্পাদক জনাব গোলাম মাওলা। প্রতিষ্ঠানটি সমাজসেবা, যুব উন্নয়ন ও এনজিও ব্যুরোতে নিবন্ধিত। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানটি একই নামে একটি স্কুল পরিচালনা করে। ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা না করলেও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সাথে জড়িত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোঃ দুলাল নামে একজন ছাত্র ১ মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে এই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি জানান, প্রকল্প থেকে কম্পিউটার পাওয়ার পর প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০-১২ জন যুব/যুব মহিলাকে কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে প্রকল্পের আওতায় যে ২২ জন সদস্য ১০ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন বর্তমানে তারা কেউই প্রতিষ্ঠানের সাথে নেই। জনাব গোলাম মাওলা বলেন, এদের মধ্যে দু'একজন কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজের সাথে জড়িত আছেন বলে জানতে পেরেছেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা আরো একটি কম্পিউটার চান। সরবরাহকৃত কম্পিউটারটি মূলতঃ স্কুলের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে দাউদকান্দি উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার অফিসে সরবরাহকৃত কম্পিউটারটির মনিটর ও সিপিইউ চুরি হয় বলে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জানান। পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসের মাধ্যমে একটি কম্পিউটার পাওয়া গেছে।

সংস্থার নাম- থানা যুব কর্মসংস্থান। স্থান-চান্দিনা পৌরসভা। পৌরসভার একটি সরকারী পুরাতন ভবনকে তাদের অফিস হিসাবে ব্যবহার করছেন। বিকালে পরিদর্শনের সময় ক্লাবটি বন্ধ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ক্লাবের সভাপতি দুজন যুবককে সাথে করে উপস্থিত হন। উপস্থিত দুজন সদস্যের মধ্যে একজন ১ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন বলে জানান। সভাপতি বলেন, ১০ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণে ২২ জন সদস্য অংশ গ্রহণ করেন। তারা সবাই বর্তমানে ক্লাবের সার্বক্ষণিক সদস্য। তিনি জানান, সরবরাহকৃত কম্পিউটারটি দিয়ে ২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি। কম্পিউটারটি

সভাপতির কক্ষে দেখা গেল। সভাপতির কক্ষ থেকে কিভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তা বোধগোম্য হয়নি। জানা যায়, সরবরাহকৃত কম্পিউটারটি পাওয়ার ৩ মাসের মধ্যে মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে যায়। ক্লাবের নিজস্ব অর্থায়নে তা মেরামত করা হয়। তিনি জানান, ওয়ারেন্টি প্রিওড এর বিষয়টি তার জানা ছিল না।

সংস্থার নাম- প্রত্যাশা ইন্ট্রিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট। স্থান-কুমিল্লা সদর। এ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সংস্থাটি ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ২০০১ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত এবং২০০৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত হয় । প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সদস্য ১১ জন। সংস্থাটি সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। ক্লাবের মাধ্যমে ৩৬০ জনকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একবছরে প্রায় ৫০ জন যুব ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় যারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তারা মূলতঃ এ প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সদস্য এবং ছাত্র। সভাপতি জানান, এক মাসের প্রশিক্ষণে মাত্র একজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ক্লাবের জন্য বিকল্প একজন মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে অন্তত দুজনকে এই সুবিধা দিলে ভাল হতো। তিনি আরো বলেন, ১০ দিনের প্রশিক্ষণটির মেয়াদ অন্তত একমাস ব্যাপি করা উচিত ছিল।

কুমিল্লা সদরের অন্য একটি ক্লাবের নাম-পূর্বাশা সমাজ কল্যান সংস্থা। সভাপতি জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজিম। সংস্থাটি ২০০২ সালে যুব উন্নয়নের তালিকাভুক্ত হয়। সরবরাহকৃত কম্পিউটারটি চালু আছে। এক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্য এখনও তাদের ক্লাবের সাথে জড়িত রয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যেম ৩২ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারা আরো কম্পিউটার চান। একই সাথে প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য ঋণ সুবিধা চান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বেশ কিছু যুব ও যুব মহিলার সাথে আলাপ হয়েছে। তারা অধিকাংশই ছাত্র। দু'একজন পড়াশুনার ফাকে ফাকে কম্পিউটার সংক্রান্ত কাজে পার্টটাইম হিসাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বলে জানান।

<u>**খুলনা অংশঃ**</u>

ফুলতলা উপজেলার একটি ক্লাবের নাম প্রত্যয়। সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ আব্দুল জলিল স্বীকার করেন, মূলতঃ তার সংগঠনটি একটি এনজিও । তবে, ক্লাবের মত কিছু কর্মকান্ডও নিয়মিত করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের আওতায় এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যেম ২২ জন যুব ও যুব মহিলাকে ১০ দিনের এবং মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে একজনকে ৩০ দিনের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ সম্পাদকের দেওয়া তথ্য হিসাবে এ প্রতিষ্ঠানে গত এক বছরে প্রকল্পের কম্পিউটার ব্যবহার করে ১৫ জনকে কম্পিউটার প্রশক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তার প্রতিষ্ঠানে আরও দুটি কম্পিউটার রয়েছে। একমাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বরুণা বিশ্বাস এ প্রতিষ্ঠানের সাথেই রয়েছেন। ২২ জনের মধ্যে দুইজন কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত আছেন। এরা হলেন- বুলবুল আহমেদ ও জনাব উজ্জল শেখ। তারা দুজনেই ফুলতলা বাজারে বুলবুল কম্পিউটার এবং সুমাইয়া কম্পিউটার নামে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দিয়েছেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। তবে ক্লাব বা সংগঠন নির্বাচনের সময় দলীয় বিবেচনা না করার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। অন্যদিকে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কম্পউটার প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে যুব উন্নয়নকে সম্পৃক্ত করার দাবী জানান। তিনি বলেন, শুধুমাত্র তাদের দেওয়া সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা খুব একটা নেই ।

ক্লাবের নাম-চেতনা নারী কল্যাণ সংস্থা। এটি খুলনা জেলার দীঘলিয়া উপজেলায় অবস্থিত। তার প্রতিষ্ঠানের ২২ জন যুব ও যুব মহিলা তাদের সাথে কাজ করছেন। এদের মধ্যে ৯ জন যুব মহিলা রয়েছেন বলে জানা যায়। তাদের বর্তমানে ৫টি কম্পিউটার রয়েছে। এ কম্পিউটার দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তবে তারাও বলেন, তাদের দেওয়া সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করার কথা বলেন। তারা জানান, আরও কিছু কম্পিউটার সরবরাহ পেলে আরও বেশী সংখ্যক বেকার যুব ও যুব মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিত পারতেন। উপস্থিত যুব ও যুব মহিলাগণ তৃণমূল পর্যায়ে এ জাতীয় কর্মসূচীর ভবিষ্যতে আরও সফলতা কামনা করেন।

<u>**বগুড়া অংশঃ**</u>

গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প, শাহজানপুর, বগুড়া। ক্লাবের সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ। তিনি জানান, প্রথম দিকে তাদের প্রতিষ্ঠানটিতে ক্লাবের কার্যক্রম ছিল। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়। বর্তমান এনজিও হিসাবে কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। তার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২২ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র দুজন বগুড়া শহরে কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যবসা করেন। উপস্থিত ২ জন প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, কোর্সটি তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। তবে কোর্সটির মেয়াদ ১০ দিনের পরিবর্তে অন্ততঃ এক মাস করা উচিত। তারা জানান, সময় পেলে এখানে এসে কম্পিউটার অনুশীলন করেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে একজন ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। তবে বর্তমানে তিনি বিদেশে কর্মরত আছেন। প্রকল্প

থেকে পাওয়া কম্পিউটারটি সচল দেখা গেল। বিগত এক বছরে মাত্র ৪ জন নতুন সদস্যকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন বলে জানা যায়। সরেজমিন পরিদর্শনে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মূলত কম্পিউটারটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রংপুর অংশঃ

দেশ সেবা সংস্থা, পিরগঞ্জ । প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রী লালন কান্তি সাহা। সম্পাদক জনাব নুরুন্নবী প্রধান। ক্লাবের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। বর্তমানে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম যেমন-বাল্য বিবাহ, বৃক্ষ রোপন, স্যানিটেশন ইত্যাদি করছেন। প্রকল্পের কম্পিউটারটি ভাল অবস্থায় রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এই প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত সদস্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই এখনও ক্লাবের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। কিছু বেকার যুবককে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাদের প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় তারা ব্যাপকভাবে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছেন না। তাদের নিজস্ব কোন কম্পিউটার নেই।

উন্মুক্ত সমাজ কল্যান সংস্থা, পীরগঞ্জ । সভাপতি জনাব তরিকুল ইসলাম তিতাস এবং সম্পাদক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম রিপন। এ প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য সংখ্যা ৩০ বলে কর্মকর্তাগণ জানান। তারা ৬ ব্যাচে ৬০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন বলে জানান। প্রকল্পের কম্পিউটার ও ইউপিএস ভাল অবস্থায় আছে। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্যরাই বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তবে তাদের সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সমস্যা রয়েছে। এ ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে কোন ঋণ সুবিধা দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারছেন না। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে আরও কম্পিউটার চান এবং ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের ব্যাপক ভিত্তিক সম্প্রসারণ চান। তবে ক্লাব নির্বাচনে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

অন্যান্য পর্যবেক্ষণঃ
আয় বর্ধক ফান্ড হিসাবে সকল ক্লাবকে এককালীন ১০,০০০/- প্রদান করা হয়। পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ফান্ড সেলাই মেশিন, মৎস চাষ, গবাদিপশু পালন ইত্যাদি কাজে বিনিয়োগ করেছেন। তবে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সুবিধা নেই। বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের অনলাইন ভিত্তিক তথ্য জানার সুবিধা করার জন্য ক্লাব তাদের আয় বর্ধক ফান্ড ব্যবহার করে অর্জিত আয় থেকে মডেমের মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা তার সদস্যদের মধ্যে দিতে পারে।

১৫.০ সমস্যা ঃ

১৫.১ সুষ্ঠুভাবে ক্লাব নির্বাচন করা হয়নি।অধিকাংশ স্থানেই এনজিও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৫.২ সরবরাহকৃত কম্পিউটার দিয়ে অফিসের নিজস্ব কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বা প্র্যাক্টিস করার কাজটি কম হচ্ছে।

১৫.৩ ক্লাব কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর বিতরণকৃত সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। ফলে তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে আগ্রহী যুবদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছেনা।

১৫.৪ প্রশিক্ষণ নিলেও ঋণ সুবিধা না থাকায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুবিধা প্রদানে ক্লাবগুলি সহযোগিতা করতে পারছে না।

১৬.০। সপারিশ ঃ

১৬.১ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণকালে স্থানীয় প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকৃত ক্লাব নির্বাচন করতে হবে।

১৬.২ সরবরাহকৃত কম্পিউটারটির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকীর প্রয়োজন।

১৬.৩ ক্লাব তার প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণকালে যুব উন্নয়নের সম্পৃক্তায় যৌথভাবে তা করতে পারে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

১৬.৪ ক্লাবের আয় বর্ধক ফান্ড ব্যবহার করে সদস্য বেকার যুবকদের ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় ক্লাবগুলিতে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।